গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
আনসারী ভবন, ১৪/২ তোপখানা রোড ঢাকা
Web: www.ntcc.gov.bd

স্মারক নং- স্বাপকম/এনটিসিসি/তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন/২০১৫/ ৯৯৯ তারিখঃ ০৪/০১/২০১৭ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৬ এর উপর মতামত প্রদান।

বাংলাদেশে ৪৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন । এ হিসেবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটি ১৩ লক্ষ। তামাকখাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের তুলনায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমান বহুলাংশে বেশী।

০২। এফসিটিসি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য, খাদ্য এবং পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি , ২০১৬ খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

০৩। খসড়া নীতিটি চূড়ান্তকরণের জন্য প্রস্তুতকৃত 'জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ২০১৬' এর উপর ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ই-মেইলে অথবা পত্রযোগে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে মতামত প্রেরণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

৪/১/২০১৭

(মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস)
সমন্বয়কারী
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
ও
যুগ্ম-সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ফোন: ৯৫৮৫১৩৫
Email: ntcc_bangladesh@yahoo.com

খসড়া

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ তামাক। তামাকজাত দ্রব্য হিসেবে বাংলাদেশে মূলত বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল ও সাদাপাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তামাকজাত দ্রব্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারে নানা প্রকারের দূরারোগ্য ব্যাধি যেমন- বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, যক্ষা, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্তের পাশাপাশি নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতি হয়। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে- গ্যাটস (Global Adult Tobacco Survey-GATS) ২০০৯[১] অনুসারে, বাংলাদেশে ৪৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। এ হিসেবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটি ১৩ লক্ষ, যার মধ্যে ২৩% (২ কোটি ১৯ লক্ষ) ধূমপানের মাধ্যমে তামাক ব্যবহার করেন এবং ২৭.২% (২ কোটি ৫৯ লক্ষ) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের প্রবণতা নারীদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৪৫% অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। ৩০% প্রাপ্তবয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১% নারী জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। অর্থাৎ ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি নারী।

বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের মধ্যেও তামাক ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৩-১৫ বছর বয়সী বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের ৬.৯ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে (ছেলে ৯.২%, মেয়ে ২.৮%)। তামাক ব্যবহারের এই ব্যপকতায় তামাকজনিত রোগ মহামারির আকার ধারণ করেছে। এছাড়া তামাকখাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের তুলনায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমান বহুলাংশে বেশী। অর্থাৎ বাহ্যত রাজস্ব আয় প্রতিফলিত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে দেশ।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)[২]- এ স্বাক্ষর করে। FCTC'র আলোকে সরকার ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধারায় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করে ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ এবং এরই অনুবৃত্তিক্রমে ২০১৫ সালে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন' এ বিশ্বনেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- এসডিজির[৩] (Sustainable Development Goals- SDG) ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৬৯টি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, যার মধ্যে এফসিটিসি বাস্তবায়ন অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে প্রনিত NCD global action plan এ, ২০১০ সালকে ভিত্তিবছর ধরে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৩০% কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এসডিজির আলোকে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং Inter-Parliamentary Union আয়োজিত দক্ষিণ এশিয়ার স্পীকার সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার শূণ্যের কোটায় নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারচার্জের অর্থ ব্যবহার করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত জটিল কর-কাঠামো সহজীকরণ ও উচ্চহারে করারোপের ব্যবস্থাসহ একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫'-এ তামাকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি পদক্ষেপ (non-price measures) অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও উচ্চহারে করারোপের (price measures) ন্যায় শক্তিশালী পদক্ষেপ এবং তামাকের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ (তামাক চাষ ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন) সংক্রান্ত পদক্ষেপ আইনের আওতাভুক্ত হয়নি।

বাংলাদেশে ২০১১ সালের তুলনায় তামাক চাষে জমির পরিমাণ বর্তমানে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮ হাজার হেক্টরে।[৪] যা দেশের অর্থনীতি তথা খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, বনজসম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবকিছুতেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এফসিটিসি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষমাত্রা অনুসারে 'স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণসহ সব বয়সের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা', খাদ্য এবং পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। জনস্বার্থে তামাকের নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য। এককভাবে কোন সংস্থার পক্ষে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বিধায়, তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

---

[১] Global Adult Tobacco Survey (GATS): Bangladesh Report [database on the Internet]. World Health Organization (WHO), Dhaka 2009.
[২] WHO Framework Convention on Tobacco Control. World Health Organization (WHO), Geneva, 2003 (updated 2004, 2005)
[৩] https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
[৪] কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), ২০১৪

২. রূপকল্প

জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৩. লক্ষ্য

এ নীতির লক্ষ্য হলো:

(১) ২০২৫ সালের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহার শুরুর প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা;
(২) ২০৩০ সালের মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে জনগণকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা;
(৩) ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে তামাকের উৎপাদন পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা;
(৪) ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকের ব্যবহার নির্মূল করা[৫]।

৪. উদ্দেশ্য

জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে তামাকের চাহিদা ও সরবরাহ হ্রাস সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৫. মূলনীতিসমূহ

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সাতটি মূলনীতি অনুসরণ করা হবে:

(১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর কার্যকর বাস্তবায়ন;
(২) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সমন্বিত কার্যক্রম নিশ্চিত করণ;
(৩) তামাকের সরবরাহ কমানোর উদ্দেশ্যে তামাক চাষ ও তামাকজাত দ্রব্যেও উৎপাদন হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(৪) সব ধরনের তামাকপণ্যের চাহিদা কমানোর জন্য উচ্চহারে করারোপের পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(৫) তামাক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বাণিজ্যিক স্বার্থ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন/ নীতি ও কার্যক্রমকে সুরক্ষা;
(৬) তামাক ব্যবহার ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(৭) তামাকের চাহিদা কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনর মূল্য সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রমাণিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৬. নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

৬.১ চাহিদা কমানোর জন্য মূল্য ও কর সংক্রান্ত পদক্ষেপ

পর্যাপ্ত করারোপের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি তামাকজাত পণ্যের চাহিদা কমানোর একটি অন্যতম কার্যকর পন্থা। এ ধরনের মূল্য ও কর সংক্রান্ত পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হতে হবে তামাকজাত দ্রব্যকে বেশিরভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া। ক্রমাগতভাবে স্বল্প মাত্রায় মূল্য ও কর বৃদ্ধির পরিবর্তে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো বিবেচনায় আনা হলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হবে:

৬.১.১ তামাকের বর্তমান কর কাঠামো সহজীকরণের (এক স্তর বিশিষ্ট কর কাঠামোর) মাধ্যমে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের উপর অধিকমাত্রায় করারোপ করা যাতে এসব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির যোগফলের বেশি হয়;
৬.১.২ তামাকজাত দ্রব্যের উপর বর্তমানে প্রচলিত মূল্যের শতাংশ হিসাবে (এড ভ্যালোরেম) পরোক্ষ করের স্থলে একক কর বা স্পেসিফিক ট্যাক্স (প্রতি একক পণ্যের উপর নির্দিষ্ট অংক) প্রচলন করা;
৬.১.৩ মোড়কবিহীন ও খুচরা তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় ও বিপনন নিষিদ্ধ করা;
৬.১.৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের টোব্যাকো ট্যাক্স সেলকে শক্তিশালী করা;
৬.১.৫ তামাক চাষ ও উৎপানের সাথে জড়িত কৃষক ও শ্রমিকদের স্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব পেশায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

[৫] দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৫ শতাংশের নিচে নেমে আসলে তামাক নির্মূল হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

৬.২ চাহিদা কমানোর অন্যান্য পদক্ষেপ

তামাকের চাহিদা কমানোর নিমিত্ত তামাকের মূল্য ও কর বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে স্বীকৃত এফসিটিসির অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

৬.২.১ পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পরিবহণের সংখ্যা ও আওতা বৃদ্ধি;

৬.২.২ গৃহে ও ব্যক্তিগত স্থানে অধূমপায়ীদের অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.২.৩ তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণ বন্ধের জন্য বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

৬.২.৪ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতা, জবাবদিহীতা ও শাস্তি নিশ্চিত করা;

৬.২.৫ তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ছবিযুক্ত সতর্কবাণী যথাযথ বাস্তবায়ন;

৬.২.৬ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তন করা;

৬.২.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের ভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৬.২.৮ তামাক ব্যবহারের ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচারিভিযান পরিচালনা করা;

৬.২.৯ তামাক ব্যবহারকারীদের তামাক পরিত্যাগে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা (Cessation Service) দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

৬.৩ সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপ

তামাক নিয়ন্ত্রণে চাহিদা কমানোর পাশাপাশি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে তামাক উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় অধিকমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তামাকের সহজলভ্যতা কমিয়ে আনাই মূল লক্ষ্য। এফসিটিসির আলোকে তামাকের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

৬.৩.১ তামাক চাষ পর্যায়ক্রমে নির্মূলের জন্য যেসব জমিতে বর্তমানে তামাক চাষ হচ্ছে সেসব জমিতে অন্যান্য অর্থকরি ফসল চাষে তামাক চাষীদের উৎসাহিত করতে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন;

৬.৩.২ যে কোন ধরণের তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে কারখানার জন্য লাইসেন্স প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা;

৬.৩.৩ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট বা দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বা বিপনন/ বিতরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

৬.৩.৪ শতভাগ ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পরিধিতে তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়, বিক্রয়, বিতরণ নিষিদ্ধ করা;

৬.৩.৫ তামাকের অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রটোকল (আইটিপি) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৬.৩.৬ তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় ও বিপননকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা;

৬.৩.৭ ইলেকট্রনিক সিগারেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ গ্রহণ;

৬.৩.৮ সিসাবার, হুক্কাবার প্রভৃতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৪ বাণিজ্যিক স্বার্থ থেকে সুরক্ষা

কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শর্ত তামাক উৎপাদন ও বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণকে সুরক্ষিত রাখা। তামাক শিল্প[৬] (tobacco industry) তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে যে কোন ধরনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করার মাধ্যমে তামাক ব্যবহার হ্রাসের প্রবণতা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এ বাস্তবতায় তামাক শিল্প সংশ্লিষ্ট সব বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর কার্যক্রম এমনভাবে মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যেন এসব গোষ্ঠী কোনভাবেই তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে। এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এবং এ. সংক্রান্ত গাইডলাইনে এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করা হবে:

৬.৪.১ এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিকে সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণ বিষয়ে স্ব স্ব মন্ত্রণালয় কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে;

---

[৬] এফসিটিসি অনুসারে তামাক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সবাই তামাক শিল্পের অংশ।

৬.৪.২ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করবে;

৬.৪.৩ সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন নীতিমালায় তামাক কোম্পানিগুলোকে কোন উপায়ে কোন ধরনের প্রণোদনা, সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান না করা;

৬.৪.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর কর্তৃক তামাক কোম্পানির সাথে আবশ্যকীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩-এর গাইডলাইন অনুসারে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা;

৬.৪.৫ তামাক উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে জড়িত যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সরকারের সকল ধরনের অংশীদারিত্ব/ বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং নতুন কোন অংশীদারিত্ব/ বিনিয়োগ না করা।

৬.৫ স্থানীয় সরকার ও তামাক নিয়ন্ত্রণ

৬.৫.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৬.৫.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে/কর্মসূচীতে তামাক ত্যাগ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা।

৬.৬ জনসচেতনতা ও প্রচারণা

তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনতে জনসচেনতা একটি কার্যকর উপায়। তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি, ধূমপান ত্যাগে করণীয় বিষয়ে প্রচারণা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে:

৬.৬.১ সরকারী ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমে তামাক ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও আর্থিক ক্ষতি সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৬.২ সরকারী প্রচার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচারণা কার্যক্রমে তামাক বিরোধী প্রচারণা জোরদার;

৬.৬.৩ তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তামাকবিরোধী প্রচারণা জোরদার;

৬.৬.৪ কমিউনিটি রেডিও ও সোস্যাল মিডিয়ায় তামাক বিরোধী প্রচারণা জোরদার করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৬.৫ জাতীয়ভাবে তামাক ব্যবহার ত্যাগ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ;

৬.৬.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক বিরোধী প্রচারণা জোরদার;

৬.৬.৭ তামাক চাষ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ক্ষতির বিষয়ে প্রচারণা জোরদার;

৬.৭ দক্ষতা বৃদ্ধি

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল রাখতে দক্ষতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতা, তামাক ব্যবহার ত্যাগ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অব্যাহত দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৬.৭.১ সরকারী সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তামাক ব্যবহারের ক্ষতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা;

৬.৭.২ জেলা ও উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

৬.৭.৩ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বেসরকারী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৭.৪ তামাক চাষ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত নারী ও শিশুদের মানসম্মত বিকল্প কর্মসংস্থানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা;

৭ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ নীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা/দায়িত্ব পালন করবে। এ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এক্ষেত্রে সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আলোচ্য নীতি বাস্তবায়নে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে।

৭.১ **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়:**

৭.১.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মূল মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং নীতি নির্ধারণী পরামর্শ প্রদানসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে রাজস্ব খাত এবং অন্যান্য উৎস থেকে সম্পদের সংস্থান;

৭.১.২ সরকার বিদ্যমান চুক্তির আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তা গ্রহণ।

৭.২ **জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল:**

৭.২.১ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রণয়ন, অর্থ সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন;

৭.২.২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সামগ্রিক সমন্বয় সাধন, প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৭.৩ **সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর:**

৭.৩.১ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একত্রে কাজ করবে;

৭.৩.২ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আলোচ্য নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফোকাল পার্সন) মনোনয়ন;

৭.৩.৩ স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্সকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;

৭.৩.৪ তামাকজাত দ্রব্যের সরবরাহের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে তামাক কোম্পানিগুলোর সরবারাহ সংক্রান্ত তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সমন্বয় করা;

৭.৩.৫ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবাণী মুদ্রণ বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত অন্যান্য আইনী/নীতিগত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ সমন্বয়সাধনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৪ **সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংস্থা:** আলোচ্য নীতি বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে গৃহিত বিভিন্ন কার্যাবলী সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে।

৮ স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

সরকার ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে প্রথম বারের মত তামাকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১ শতাংশ হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ এবং আদায়কৃত সারচার্জ 'তামাকজনিত রোগ নিরাময়ের চিকিৎসায় ও পুনর্বাসনে' ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আদায় বিধিমালা ২০১৪' প্রণয়ন করেছে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এই নীতির প্রায়োগিক কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ সেক্টরাল প্রোগ্রাম অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পৃথক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা রাখতে হবে। এনটিসিসি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উন্নয়ন অংশীদারী সংস্থার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

৮.১ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্থ সংগ্রহের সম্ভাব্য খাতসমূহ:

৮.১.১ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ;

৮.১.২ মূল রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দ প্রদান;

৮.১.৩ উন্নয়ন অংশীদারদের তহবিল।

৮.২ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকল্পে অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করতে হবে:

৮.২.১ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের Medium-Term Budgetary Framework (MTBF) এর অগ্রাধিকার তালিকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;

৮.২.২ প্রতি অর্থবছরে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখা;

৮.২.৩ সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব বাজেট তহবিল থেকে অর্থ সরবরাহ করবে এবং স্বাস্থ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় এটি তদারক করবে।

৯ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োগিক কৌশল এবং এর পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রার বাৎসরিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর নিম্নোক্ত সূচকসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় সূচকের মাধ্যমে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী নীতিনির্ধারণী কৌশল ও তার প্রায়োগিক কৌশলসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হবে।

৯.১ প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ধূমপায়ী ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর হার;
৯.২ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ধূমপায়ী ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর হার;
৯.৩ তামাক ব্যবহারের প্রতি তরুণ জনগোষ্ঠীর আসক্তির হার;
৯.৪ পরোক্ষ ধূমপানে আক্রান্ত ব্যক্তির হার;
৯.৫ তামাক বর্জনকারী বা বর্জনের ইচ্ছা পোষণকারীর হার;
৯.৬ তামাকের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণার মাত্রা;
৯.৭ তামাক চাষের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতার হার;
৯.৮ তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির হার;
৯.৯ তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির হার;
৯.১০ পরিচালিত মোবাইল কোর্টে প্রাপ্ত জরিমানার পরিমান, দন্ডপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।